রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৫, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯/৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৫ই অক্টোবর, ২০০৯(৩০শে আশ্বিন, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৬৩ নং আইন

জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে আজীবন সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন;

এবং যেহেতু জাতির পিতার আজীবনের লালিত স্বপ্ন এই দেশের গরীব-দুঃখী মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলা এবং এই মহান লক্ষ্যকে সামনে লইয়া বাঙ্গালী জাতির প্রাণপুরুষ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বঙ্গবন্ধু যখন দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মত মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন তখন মানবতার চরম শত্রু একটি কুচক্রী মহল স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শক্তি এবং তাহাদের দেশী-বিদেশী দোসরদের সহায়তায় হীন চক্রান্তের মাধ্যমে জাতির পিতা ও তাঁহার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট তারিখে নৃশংসভাবে হত্যা করে মানব ইতিহাসে এক কলঙ্কময় কালো অধ্যায়ের সূচনা করে;

এবং যেহেতু উক্তরূপ চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য জীবিত সদস্যগণকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং এখনও অনুরূপ চক্রান্ত অব্যাহত রহিয়াছে;

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

এবং যেহেতু উক্তরূপ চক্রান্ত অব্যাহত থাকিবার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সদস্যগণের নিরাপত্তা রক্ষার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক কতিপয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"জাতির পিতা"** অর্থ The Proclamation of Independence বা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার রূপকার, বাংলাদেশের স্থপতি এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ২নং আইন) এর ধারা ৩৪ এর দফা (খ) দ্বারা সাংবিধানিকভাবে জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃত;

(২) **"পরিবার-সদস্য"** অর্থ জাতির পিতার জীবিত দুই কন্যা এবং তাঁহাদের সন্তানাদি।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

৪। **জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধান।**—(১) Special Security Force Ordinance, 1986 (Ordinance No. XLIII of 1986) এর অধীন Very Important Person এর জন্য যেরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে সেইরূপ নিরাপত্তা সরকার জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণকে আজীবন সর্বস্থানে প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার পরিবার-সদস্যগণের মতামতকে প্রাধান্য দিবে।

(৩) জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সরকার—

(ক) তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে উক্ত পরিবার-সদস্যগণের প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; এবং

(খ) উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধাদিও তাঁহাদিগকে প্রদান করিবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd